সমসাময়িক
ধর্মীয় দিকনির্দেশনার সিরিজ

মুফতির অফিস

ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিল অব সিঙ্গাপুর বা
সিংগাপুর ইসলামী ধর্মীয় কাউন্সিল

2
রমজান সংস্করণ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

এই প্রকাশনার কোন অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনপ্রকাশ, কোনো পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করা যাবে না, অথবা ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোন প্রকার ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোন আকারে কোন ভাবে বিতরণ করা যাবে না।

ভূমিকা

بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد

যে কোন প্রকার জীবনহানিকর অবস্থা থেকে জনগণের সুরক্ষা ইসলামী আইনের উদ্দেশ্যের একটি অংশ। যে কোন কিছু যা এ ধরণের ক্ষতি করতে পারে তা অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে এবং বন্ধ করতে হবে। এখানে সিংগাপুরের নাগরিক হিসাবে আমাদের ভূমিকা হচ্ছে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা যাতে কোভিড-১৯ এর বিস্তার ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

কোভিড-১৯ এর বিস্তার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলেছে। উদাহরণস্বরুপ, আমরা যদি অসুস্থ বোধ করি, আমাদের দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে যাতে রোগের দ্রুত চিকিৎসা হয়। ধর্মের বাধ্যবাধকতা পূরণের চেষ্টায়, আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে, আমাদের ইবাদত (ধর্মীয় উপাসনার কাজ) অন্যদের ইবাদতকে যেন ক্ষতিগ্রস্থ না করে। অতএব, কোন ব্যক্তি যদি অসুস্থ বোধ করে, তাকে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে, এবং তার মসজিদে যাওয়া উচিত হবে না। বাড়িতে ইবাদতের কাজ সম্পন্ন করলে তা কোন ভাবেই এর মান হ্রাস করে না। বিষয়টি বিশেষভাবে প্রযোজ্য যখন সেই ব্যক্তি অন্যদের মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্য তা করে। সিংগাপুরের সমাজের অংশ হিসাবে, মুসলমান জনগোষ্ঠীর একটি ধর্মীয় এবং সামাজিক দায়িত্ব হচ্ছে, তারা যেন নিশ্চিত করে যে কোভিড-১৯ বিস্তারে তারা যেন অংশগ্রহণ না করে। অতএব, আমরা মুসলমান জনগোষ্ঠীকে প্রয়োজনীয় পূর্বসতর্কতা গ্রহণে উৎসাহিত করছি।

এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কোভিড-১৯ মহামারীর কালে মুফতির অফিস কর্তৃক নির্বাচিত কিছু ধর্মীয় উপদেশসমূহ সংকলন করে প্রকাশ করা। এ ছাড়াও এই পুস্তিকাতে এই মহামারী সম্পর্কে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উত্থাপিত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশ্নের সমাধান তুলে ধরা হয়েছে।

মহান আল্লাহ'তালা অব্যাহতভাবে আমাদেরকে এবং আমাদের প্রিয় দেশকে যে কোন বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা দিন এবং অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরকে পথ দেখান।

মুফতির অফিস
ইসলামিক রিলিজিয়াস কাউন্সিল অব সিঙ্গাপুর বা

৫টি কাজ
এই কঠিন সময়ে আপনার রমজানকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আপনি যা করতে পারেন

1. রমজানের প্রকৃত অর্থের উপর জোর দিয়ে আমাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন এবং আধ্যাত্মিকতাকে উন্নীত করুন

   জামাতে হোক বা আমরা একাই থাকি, আল্লাহতা'লা আমাদের মনকে দেখেন - আমাদের নিয়ত, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য দেখেন।

2. কৃপা, আশা এবং দয়া ছড়িয়ে দিন

   যাদের প্রয়োজন, তাদেরকে সাহায্য এবং সহায়তা দিন। আমরা এ বিষয়ে একসাথে - আমরা একে অপরের কিছু দূরে থাকলেও।

3. সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, তবে মনের সংযোগ শক্তিশালী করুন।

   আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্ব গুরুত্বপূর্ণই থেকে যায়, তাই সামাজিক দূরত্ব থাকলেও আমাদের সম্পর্ক ইতিবাচক এবং উপকারী হিসাবে ধরে রাখি।

4. আমাদের আর্শীবাদের উপর ভরসা রাখুন, দুভার্গ্য নিয়ে অনুশোচনা করবেন না।

   সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে অনেক আর্শীবাদ দিয়ে যাচ্ছেন তার উপর মনোনিবেশ করুন, কী নিয়ে গেছেন তার উপর নয়।

5. নতুন নতুন কিছু শিখুন

   আপনার কোরান পাঠ এবং কোরান মুখস্থ আরো উন্নত করুন।

অংশ ১

ধর্মীয় বিশ্বাসের বিষয় পরীক্ষার পেছনে প্রজ্ঞা অনুধাবন

এই ভাইরাসের বিস্তার কি মানবজাতির জন্য আল্লাহতা'লার পরীক্ষা বা শাস্তি?

1. আল্লাহতা'লা অসুস্থতাসহ বিভিন্ন রকম পরীক্ষা দিয়ে মানুষকে পরখ করে দেখেন। নবী এবং বার্তাবাহকরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন, তারা এগুলো ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেছেন এবং পুরোপুরি বিশ্বাস করেছেন যে, তাদের উপর যে-পরীক্ষা এসেছে তার কোন তাৎপর্য আছে। উদারহণস্বরুপ, আল্লহতা'লা পরবর্তী আয়াতের মাধ্যমে আয়ুব (আ:সা:) নবীর সহনশীলতার চিত্র তুলে ধরেছেন:

۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾
فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ ۖ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم
مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾

অর্থ: "এবং আয়ুব (তার কাহিনী স্মরণ কর) যখন তার সৃষ্টিকর্তাকে ডাকল: "(ও আমার সৃষ্টকর্তা) আমি অবশ্যই রোগে আক্রান্ত হয়েছি এবং আপনি সকল দয়াবানেরও অধিক দয়াবান। তাই আমরা তার দোয়ার উত্তর দিয়েছি এবং আমরা তার অসুস্থতা দূর করেছি (যেটিতে সে আক্রান্ত ছিল), এবং আমাদের পক্ষ হতে কৃপা হিসাবে এবং যারা প্রার্থনা (আল্লাহর) করে তাদের সকলকে মনে করিয়ে দিতে আমরা তাকে তার পরিবার দিয়েছি (পুনর্মিলনের মাধ্যমে)।" (সুরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ৮৩-৮৪)।

2. এই রুপে, অসুস্থতাও বান্দাদের জন্য আল্লাহর একটি পরীক্ষা যদিও আল্লাহতা'লা তাঁর ভালবাসা এবং দয়ার কারণে বান্দাদের পরীক্ষা করেন, এ পরীক্ষাগুলো মানুষের ভুল এবং পাপের কারণেও হয়ে থাকতে পারে। উদাহরণস্বরুপ, আল্লাহতা'লা কোরানে অতীতের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলেছেন: "এবং আমরা তাদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে ধ্বংস করেছি" (সুরা আল-আনাম, আয়াত ৬)। তাহলে আমরা পরীক্ষা এবং দুর্ভোগের পেছনের অর্থ কীভাবে বুঝবো?

প্রতিটি পরীক্ষার পেছনের প্রজ্ঞা একমাত্র সৃষ্টিকর্তারই জানা আছে। মানুষকে এ ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলায় ধৈর্যশীল হতে এবং ধর্মীয় ভক্তি বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া আছে।

3. লিখিত স্বাক্ষ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, নির্দিষ্ট কোন পরীক্ষার পেছনে প্রজ্ঞা এবং গোপনীয়তা শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন। নবী সা:আ:-এর মৃত্যুর পর কোন মানুষ নিশ্চিতভাবে কোন নির্দিষ্ট দু:খকষ্টের যুক্তি এবং কারণ জানতে পারে না, যা কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর উপর আঘাত হানে।

একজন বিশ্বাসী জীবনে পরীক্ষাকে কিভাবে অনুভব করবে?

4. একজন বিশ্বাসী পরীক্ষা এবং কঠিন সময়কে সৃষ্টি কর্তার ফরমান হিসাবে গ্রহণ করে। এর পেছনে প্রজ্ঞা লুকানো থাকতে পারে যা শুধুমাত্র কিছু সময় পরে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই ভাবে, রাসুলুল্লাহ সা:আ: তার উম্মতকে সকল সময় পরীক্ষার কালে ভাল কিছু বলতে শিখিয়েছেন, হয় সৃষ্টিকর্তাকে প্রসংশা করে বিসমিল্লাহ বলে (হাদিস কুদসী, আহমেদ বর্ণনা করে), অথবা: ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, উচ্চারণ করে। (সুরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৫৬)। এ ছাড়াও নবী সা:আ: কোন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখার সময় কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন, তার প্রতি সমর্থন যোগাতে এবং তার প্রতি ইতিবাচক কথা বলতে বলেছেন, এ ভাবে: লাবা'স থোহুর ইনশাল্লাহ, যার অর্থ হচ্ছে: এতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ চাইলে, এটি একধরণের বিশুদ্ধকরণ। (ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদিস)[1]

[1] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadith no. 3616.

5. একজন বিশ্বাসী মনে করেন যে প্রতিটি পরীক্ষা আমাদের উপর আল্লাহতা'লার একটি কৃপা। আমাদেরকে আমাদের বিশ্বাস জোরদার করতে হবে, কারণ এই বিশ্বাসই আমাদেরকে সহনশীলতার সাথে এই পরীক্ষা মোকাবিলায় চালিত করবে আসুন আমরা আমাদের ভাল কর্ম বৃদ্ধি করি এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে তার সাহায্য চেয়ে প্রার্থনা করি। একই জনগোষ্ঠীর লোক হিসাবে, আমাদের মুসলমান ভাইদের সাথে একাত্মবদ্ধ থাকা এবং এই পরীক্ষা মোকাবিলায় সহযোগিতা করা আমাদের দায়িত্ব।

6. এই পরিস্থিতি মোকাবিলায়, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সংক্রামক রোগ থেকে নিজেকে সুরক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সতকর্তা অবলম্বন করতে হবে । যখন কোন ব্যক্তি ইচ্ছে করেই নিজেকে কোন অসুস্থতার সংস্পর্শে নিয়ে যায়, এবং ফলে সেই রোগে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি অনাকাংখিত ফরমান বেছে নিয়েছে।

অংশ 2

ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় দিকনির্দেশনা

7. ইসলামে কিছু ধর্মীয় দিকনির্দেশনা আছে যা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মোকাবিলায় অনুসরণ করা উচিত।

জনগণের ক্ষতি বন্ধ করার জন্য নির্দিষ্ট কোন ক্ষতি ব্যক্তিকে মেনে নিতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ করা

8. ইসলাম কোন রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার উপর জোর দেয়, যা পরবর্তী এই প্রবচনে দেখা যায়:

الوِقَايَة خَيْرٌ مِنَ العِلاَجِ

অর্থ হচ্ছে: "(রোগ থেকে) প্রতিরোধ চিকিৎসার চেয়ে উত্তম।" [2]

9. রাসুলুল্লাহ (সা: আ:) সংক্রামক রোগের সম্ভাব্য বিস্তার প্রতিরোধের উপর গুরুত্বারোপ করেন। সংক্রমিত হয়ে চিকিৎসা গ্রহণের চেয়ে নিজেকে সংক্রমণের হাতে থেকে সুরক্ষা করাই অধিক অগ্রাধিকার পায়। অতএব, এই ধরণের ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মোকাবিলায় প্রতিরোধের একটি পালনীয় পদ্ধতি হচ্ছে ভালভাবে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সাথে আমাদের সামাজিক বৃত্তের মধ্যেও তা মেনে চলা, এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া। ইসলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর অনেক গুরুত্ব দেয়, যেমন নবী সা:আ: বলেছেন:

[2] Al-Sadlān, Ṣāliḥ Ghānīm, al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā wa mā Tafarra' 'anhā, p. 508.

الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ

অর্থ: "পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অংগ।" (ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিস)। [3]

জনসমাগমের স্থান থেকে দূরে থাকা

10. নিজের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি ঠিক রাখা ছাড়াও, প্রত্যেক অসুস্থ মুসলিম জনসমাগমের জায়গা (মসজিদসহ) থেকে দূরে অবস্থান করবে, কারণ তা না হলে এর কারণে প্রাদুর্ভাবের বিস্তার ঘটবে বা সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়বে। রাসুলুল্লাহ সা:আ: বলেছেন:

لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

অর্থ: "অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ লোকের কাছে যাবে না।" (আল-বুখারি এবং মুসলিমের বর্ণিত হাদিস)। [4]

11. বর্তমান প্রেক্ষাপটে, যারা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের সময় প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব দেয় না, তারা সুন্নত বিরোধী কাজ করছে বলে ধরা যেতে পারে।

[3] An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 223.

[4] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadis no. 5771; See also, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 2221.

12. ইমাম মুসলিমের বর্ণিত, অপর একটি হাদিসে নবী সা: আ: মুখে দুর্গন্ধযুক্ত এক ব্যক্তিকে (বাজে গন্ধের খাবার থেকে, যেমন পেয়াঁজ)মসজিদে জামাতে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ করেন। যদি শুধু এই কারণে তাকে মসজিদে আসতে দেওয়া না হয়ে থাকে, তাহলে যার মধ্যে সংক্রামক ভাইরাস আছে, তার বেলায় কি হবে, যে শুধুমাত্র অন্যদের বিপত্তির কারণই নয়, তাদেরকে রোগের ক্ষতিতেও ঠেলে দেয়।

ভাইরাস প্রাদুর্ভাবের স্থান ত্যাগ না করা বা প্রবেশ না করা।

13. যারা কোন প্রাদুর্ভাবের স্থানে বসবাস করেন, তারা সে-স্থান ত্যাগ করতে পারবেন না। উল্টোভাবেই, যারা সুস্থ, তারা প্রাদুর্ভাবের স্থানে প্রবেশ করবেন না, যেমনটা রাসুলুল্লাহ সা:আ: বলেছেন:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ

অর্থ:"যখন তোমরা কোন স্থানে এই কথা শুনবে (মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে) , সে স্থানে যাবে না।" আপনার বসবাসের স্থানে যখন এটি (প্রাদুর্ভাব) ঘটে, তা (স্থান) ত্যাগ করে পালাবে না"। (ইমাম মুসলিমের বর্ণিত হাদিস)। [5]

[5] An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 2219.

14. এই নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য হচ্ছে এই সংক্রামক রোগ অন্য এলাকাতে ছড়িয়ে পড়া থেকে বিরত রাখা এবং অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্থ করা এড়িয়ে যাওয়া। এ ছাড়াও, প্রত্যেককে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসা কর্মীদের পরামর্শ মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে। তার মঙ্গলের জন্য এবং অন্যদের মঙ্গলের জন্য কোয়ারেন্টাইন পালন করা এবং "বাড়িতে-থাকার বিজ্ঞপ্তি" বা 'ছুটিসহ অনুপস্থিত' থাকার কথা বলা হলে তা পালন করা এর অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়টি ইসলামী আইনের এই প্রবচনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ: "জনসাধারণের ক্ষতি ঠেকানোর জন্য ব্যক্তি নিজে কোন সুনির্দিষ্ট ক্ষতি মেনে নিবে।"

যারা মহামারীর প্রাদুর্ভাব মোকাবিলা করছে তাদের জন্য ধর্মীয় দিকনির্দেশনা কী?

15. যারা মহামারীর প্রাদুর্ভাবের মধ্যে আছে নবী সা:আ: তাদেরকে যার যার নিজ বাড়িতে থাকতে বলেছেন এবং ধৈর্য ধরতে বলেছেন: "যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে মহামারী আক্রান্ত শহরে অবস্থান করে আল্লাহর প্রতিদানের অপেক্ষায় থাকে এবং বিশ্বাস করে যে আল্লাহ তার জন্য যা ধার্য করেছেন তার বাইরে কিছুই ঘটবে না, সেই ব্যক্তি শহীদ-এর মর্যাদায় পুরস্কৃত হবে।" (ইমাম বুখারির বর্ণিত হাদিস)।

আশে পাশে গুচ্ছ সংক্রমণের কারণে মসজিদ বন্ধের প্রয়োজনীয়তা

16. ভালভাবে পরিষ্কারের কাজের জন্য এবং/অথবা যেন গুচ্ছ সংক্রমণ না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য মসজিদ অস্থায়ীভাবে বন্ধ করা যেতে পারে। এই সময়কালে, সকল কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে বন্ধ থাকবে, জামাতের নামাজ এবং শুক্রবারের নামাজসহ, যেমনটা মুইস ফতোয়া কমিটি ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ফতোয়ার সিদ্ধান্ত

ফতোয়া কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, যদি কোভিড-১৯ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরিস্থিতি এমন সংকটজনক হয় যে মসজিদ বন্ধ করা প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে এই সময়কালে জামাতে নামাজ এবং শুক্রবারের নামাজ অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখা অনুমোদিত।

উচ্চতর ঝুঁকির লোকজনের জন্য জনসমাগম স্থলে ন্যূনতম সময় কাটানো

17. সর্বশেষ গবেষণা অনুযায়ী, কিছু নির্দিষ্ট গ্রুপের মানুষ আছে যাদের স্বাস্থ্য গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে, যেমন সিনিয়র সিটিজেন বা বয়স্ক লোকেরা এবং যারা দীর্ঘমেয়াদি কোন রোগে ভুগছেন যারা।

a. **বয়স্ক নাগরিক:** এই সময়কালে মসজিদসহ সকল জনসমাগমের স্থানে ন্যূনতম সময় কাটাবেন। মসজিদ যদি শুক্রবারের নামাজের আয়োজন করে, তাহলে প্রতি তিন সপ্তাহে একবার শুক্রবারের নামাজ আদায় করুন।

b. **যাদের অন্তর্নিহিত দীর্ঘমেয়াদি অসুস্থতা আছে:** শুক্রবারের নামাজ না-পড়ার বিষয়ে নমনীয়তা আছে, তাই আপনার জন্য এই নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক নয়।

সকল ধর্মীয় কার্যক্রম অস্থায়ীভাবে স্থগিতের প্রয়োজনীয়তা

18. রোগের বিস্তার প্রতিরোধ করার জন্য, সকল ধরণের বড় জনসমাগম সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান অস্থায়ীভাবে স্থগিত করার প্রয়োজন রয়েছে, যেমন উৎসব এবং স্কুল। প্রার্থনার জায়গার কার্যক্রমও এর অন্তর্ভুক্ত। সংক্রমণ এবং ভাইরাস বিস্তার প্রতিরোধে আমাদের জামাতের এবং শুক্রবারের নামাজ, ধর্মীয় সেমিনার এবং ক্লাস অস্থায়ীভাবে স্থগিত রাখা আমাদের প্রচেষ্টার একটি অংশ। ইসলামের ইতিহাসে আগেও এমটা ঘটেছে। ১৯৭৯ সনে মসজিদে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে মসজিদুল হারাম একবার বন্ধ করা হয়েছিল।

19. মসজিদ অস্থায়ী ভাবে বন্ধ থাকলেও, ধর্মীয় প্রার্থনা এবং কার্যক্রম আমাদের যার যার বাড়িতে চলতে থাকবে। উদারহণস্বরুপ, আমাদেরকে এই কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রাখতে হবে (১) কোরান পাঠ বাড়ানোর প্রচেষ্টা, (২) আমাদের পরিবারের সাথে জামাতে নামাজ পড়া, (৩) পড়ার জন্য এবং আমাদের ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সময় বরাদ্দ রাখা, (৪) এই সময়ে আপনার যদি ধর্মীয় প্রশ্ন বা অনিশ্চয়তা থাকে যে কোন আসাটিজাহ-তে (মুইস নিবন্ধিত ধর্মীয় শিক্ষাগুরু) সাথে যোগাযোগ করা।

বাড়তি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

20. ২০শে মার্চ ২০২০ তারিখে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট কিছু দিকনির্দেশনা ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে রয়েছে এক অপরের মধ্যে কমপক্ষে ১ মিটার নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিত করা।[6] এ ছাড়াও, সরকার কোভিড-১৯ এর বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ৭ এপ্রিল ২০২০ তারিখে নতুন আইন চালু করেছে। কোভিড-১৯ (অস্থায়ী ব্যবস্থা) অনুযায়ী, প্রত্যেককেই অবশ্যই যার যার নিজের বাসায় থাকতে হবে এবং শুধুমাত্র অপরিহার্য প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে তাদের বাসা থেকে বের হতে পারবে।

21. এই ব্যবস্থাগুলো জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের সুরক্ষা এবং রোগের অব্যাহত বিস্তার রোধের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বসতর্কতা। এগুলো প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিকেও কিছু কিছু ইসলামী রীতি নীতি পালনের সময়ও মেনে চলতে হবে, যেমন মৃত মুসলমান ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার করা এবং জানাজার নামাজ পড়ার সময়।

[6] Https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/stricter-safe-distancing-measures-to-prevent-furtherspread-of-covid-19-cases.

22. যেহেতু মুসলমান ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার করা একটি গোষ্ঠীগত ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা (ফরজে কেফায়া), জানাজার নামাজ অবশ্যই পড়তে হবে, তবে তা কোভিড-১৯ এর বিস্তারের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা বিবেচনায় রেখে করতে হবে। নীতিগত ভাবে, সৎকারের রীতি ব্যবস্থাপনার জন্য লোকজনের সংখ্যা সকল সময় সর্বনিম্নতে সীমিত রাখতে হবে, শুধুমাত্র দাফন বা ফিউনারাল কোম্পানির লোকজন এবং সরাসরি পরিবারের সদস্যবৃন্দ থাকবে।

23. মুসলমান ব্যক্তির মৃতদেহের ব্যবস্থাপনা করানো, ঢাকা, নামাজ এবং কবরসহ) যারা যারা করতে পারবে:

- মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিয়োজিত দাফন বা ফিউনারাল কোম্পানির লোকজন; এবং
- সরাসরি পরিবারের সদস্য, ১০ ব্যক্তির বেশি নয়।

24. উপরের শর্ত ছাড়াও, জানাজার নামাজ শুধুমাত্র পরবর্তী বাড়তি ব্যবস্থা সহকারে বাড়িতে আয়োজন করা যেতে পারে: i) জানাজায় অংশগ্রহণকারী লোকের সংখ্যা ১০ জনের বেশি হবে না (ফিউনারাল কোম্পানি কর্মকর্তা ছাড়া); ii) সকলের মধ্যে ও চারদিকে কমপক্ষে এক মিটার দূরত্ব বজায় থাকবে।

25. যে ক্ষেত্রে মৃতব্যক্তির সরাসরি কোন পরিবারের সদস্য নেই বা সে কোন শেল্টার বা হোম-এর বাসিন্দা হয়ে থাকলে, সে ক্ষেত্রে ফিউনারাল কোম্পানি পুসারা আমান মসজিদে যোগাযোগ করে সেখানে জানাজার নামাজের আয়োজন করবে।

26. পরিবারের অন্যান্য সদস্য যারা জানাজায় থাকার এবং/বা অংশগ্রহণ করার অনুমতি পায়নি, তারা অনুপস্থিত থেকে গায়েবী জানাজা পড়তে পারে (সালাত আল-গায়েব)।

গায়েবী জানাজা কিভাবে পড়তে হয়?

গায়েবী নামাজ এবং স্বাভাবিক জানাজার নামাজ একই ধরনের নামাজ, নিয়ত ব্যতীত, যেহেতু মৃতব্যক্তি উপস্থিত থাকে না।

এই নামাজের জন্য, অনুগ্রহ করে পরবর্তী বিষয়গুলো মেনে চলুন: (১) কাবার দিকে মুখ করুন; (২)নিয়ত করুন যে গায়েবী নামাজ পড়বেন এবং (৩) স্বাভাবিক জানাজা নামাজ যে-ভাবে পড়া হয় তার সবকিছু অনুরসণ করুন।

27. কবরস্থানে সমাহিত করার জন্য সর্বোচ্চ দশজন শুধুমাত্র পরিবারের সদস্য উপস্থিত থাকতে পারবে।

28. কবর দেওয়ার পর পরিবার যদি তাহলিল পাঠ করতে চায়, তাহলে নিশ্চিত করুন যে তাহলিল পাঠকারীরা যেন শুধুমাত্র একই বাড়ির সদস্য হয়। পরিবার ইচ্ছে করলে একজন ইমাম/ওস্তাদকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাহলিল পাঠ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

29. কবর দেওয়া ছাড়া, কোভিড-১৯ (অস্থায়ী পদক্ষেপ) অনুযায়ী, কখনই কবরস্থানে যাওয়া যাবে না। এর বদলে, পরিবারের সদস্যবৃন্দ মৃত ব্যক্তির জন্য বাসায় থেকে দোয়া পড়তে পারেন।

জামাতের এবং জানাজার নামাজ কি সঠিক হবে যদি জামাতের লোকজনের মধ্যে ফাঁক থাকে?

30. এই বিষয়টি শাফিল চিন্তাধারার স্কুলের ফিকাহ (আইন প্রণয়নকারী)-র সাথে আলোচনা করা হয়েছে। যদিও তাদের কেউ কেউ মনে করেন যে এটি নামাজের বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে, আল খতিব আল-শিরবিনি মনে করেন যে জামাতের লোকজনের মধ্যে কোন ফাঁক না রেখে সারি সঠিক-রাখা একটি সুপারিশযোগ্য কাজ এবং সেটি নামাজের বৈধতার শর্ত নয়।[7] ইমাম আল-রামলিও মনে করেন যে, এটি জামাতের নামাজের বৈধতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে না।[8] ইমাম আন-নাওয়াবী মনে করেন যে মসজিদে যেখানেই কোন ব্যক্তি জামাতে নামাজ পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাক না কেন, তার নামাজ বৈধ বলে বিবেচিত।[9]

[7] Al-Khatīb al-Shirbīnī, Mughnī al-Muḥāj, vol 1, pp 493.
[8] Umar Al-Quradaghi, Al-Manhal Al-Naddah fi Ikhtilaf al-Ashyaikh, p. 110.
[9] Al-Nawawī, Al-Majmū', vol 4, p. 308.

31. জামাতে নামাজীদের মধ্যে ফাঁক না রাখার উদ্দেশ্যে হল মুসলমানদের হৃদয়ের একাত্মতা নিশ্চিত করা, যেমনটা নবীজির কথায় আছে এবং যেমনটা আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন।[10] যাইহোক, মহামারীর পরিস্থিতিতে, জামাতের নামাজীদের মধ্যে দূরত্ব রাখা শরীয়তের উদ্দেশ্য পূরণ করে, অর্থাৎ ক্ষতি থেকে সুরক্ষা করা এবং নামাজের সারি সোজা (সাফ) রাখার উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

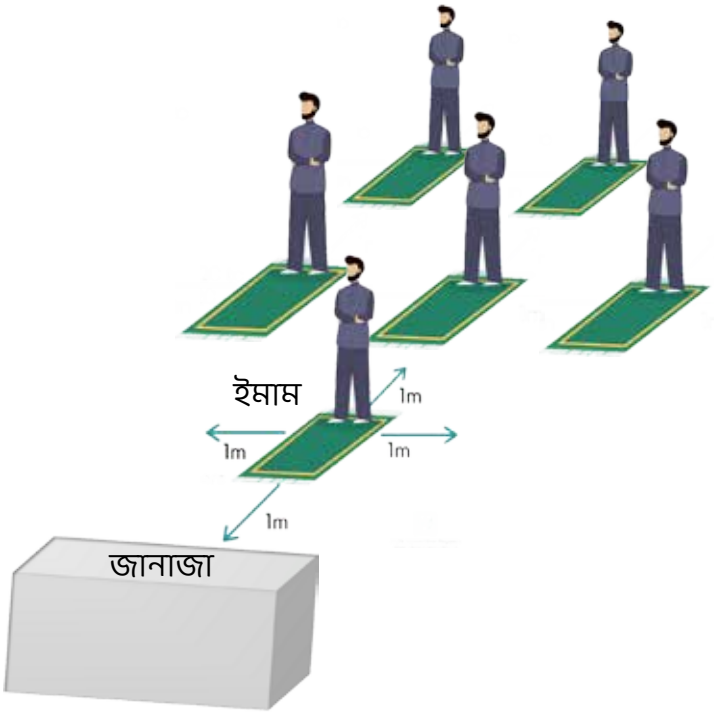

[10] The prophetic saying is: "O Servants of Allah, perfect the prayer rows between you or Allah will create dissension among you" (Hadith narrated by Imam Bukhari and Muslim).

অংশ তিন

ফিকাহ'র বিষয়গুলো

ধর্মীয় ভাবে বৈধ ব্যতিক্রমী ব্যক্তিদের জন্য জামাতে নামাজ এবং শুক্রবারের নামাজে না উপস্থিত থাকার ধর্মীয় কিছু সুবিধা।

32. মুসলমান পন্ডিতরা অনেক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেছেন যেখানে কোন ব্যক্তিকে জামাতে নামাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া যায়, শুক্রবারের নামাজসহ। আবু দাউদের বর্ণনায় নবীজির বক্তব্যের ভিত্তিতি বলা হচ্ছে যে, নবী সা: আ: ভয় এবং অসুস্থতাকে ধর্মীয়ভাবে বৈধ ব্যতিক্রম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন, যেটির কারণে কোন ব্যক্তি নামাজের আযান শুনলেও জামাতে নামাজ না পড়ার অনুমতি পায়।

33. জামাতে নামাজের ধর্মীয়ভাবে এই বৈধ ব্যতিক্রমগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য;

(i) সুন্নতের নামাজ যেমন, তারাবী এবং বিতর,

(ii) গোষ্ঠীগত বাধ্যতামূলক (ফরজে কেফায়া) নামাজ যেমন জানাজার নামাজ; এবং

(iii) ব্যক্তিগত বাধ্যতামূলক (ফরজে আইন) নামাজ যেমন শুক্রবারের নামাজ।

ইমাম আন-নওয়াবী ব্যাখ্যা করেন:

(أما حكم المسألة) فقال أصحابنا : تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين . . .

অর্থ: "(এই সমস্যা সম্পর্কে) আমাদের সহকর্মী পন্ডিতগণ (শাফিল) মতামত দিয়েছেন যে: জামাতে নামাজ ধর্মীয় বৈধ ব্যতিক্রমের কারণে বাধ্যতামূলক থাকে না। বিষয়টি সুন্নত নামাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা সমষ্টিগত বা ব্যক্তিগত বাধ্যবাধকতার হোক।[11]

তিনি আরো বলেন যে একজন মুসলমান একই ধর্মীয়ভাবে বৈধ ব্যতিক্রমের কারণে শুক্রবারের নামাজ থেকে অব্যাহতির অনুমতি পায়।

من الأعذار المرخصة في ترك الجماعة، يرخص في ترك الجمعة

অর্থ: "যে সকল ধর্মীয়ভাবে বৈধ ব্যতিক্রমের কারণে জামাতে নামাজ বাধ্যতামূলক থাকে না, সেগুলোকে শুক্রবারের নামাজ না-পড়ার জন্যও ধর্মীয়ভাবে বৈধ ব্যতিক্রম হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।"[12]

যে কোন ব্যক্তির জন্য কোন মহামারীর মাঝে জামাতের এবং শুক্রবারের নামাজে উপস্থিত না থাকার অনুমতি রয়েছে। যারা কোয়ারাইন্টেনের আদেশ পেয়েছে বা শঙ্কিত যে তাদের সংক্রমণে হতে পারে, এটা তাদের জন্যও প্রযোজ্য। যারা শুক্রবারের নামাজে যাবেন না, তারা তাদের জায়গায় জোহরের নামাজ পড়বেন।

34. এই ধর্মীয় সুবিধা কোন শোকাবহ বা কোন জটিল পরিস্থিতিতে পতিত জনগোষ্ঠীর জন্যও প্রযোজ্য। সাহাবীদের সময় যখন ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে মসজিদে গেলে তাদের ক্ষতি বয়ে আনতো বা কষ্টকর হতো, তখন ইবনে আব্বাস রা: আ: নামাজের আজান প্রদানকারীকে আজানে পরবর্তী বাক্য যোগ করতে আদেশ দেন। صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم "(তোমাদের নিজ নিজ বাসায় নামাজ পড়)।" ইবনে আব্বাস রা:আ: বলেন:

[11] An-Nawawī, Al-Majmū', vol 4, p. 98; See also, Ibn Qudāmah, Al-Mughnī, vol 2, p. 376; Al-Zuhaylī, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh, vol 2, p. 169.
[12] An-Nawawī, Rauḍah Al-Ṭālibīn, vol 1, p. 146.

أَتَعْجَبُونَ مِن ذَلِك! لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَة، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُم فَتَمْشُوا فِي الطّينَ وَالدَّحَضِ.

অর্থ: " আপনারা কি এই কথায় অবাক হচ্ছেন! এই কাজটি আমার চেয়েও আরো জ্ঞানী ব্যক্তি করেছেন (অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সা:আ:)। শুক্রবারের নামাজ বাধ্যতামূলক কিন্তু আমি ভেজা মাটি এবং কাদার উপর হেঁটে নামাজে যেতে আদেশ করতে চাই না।" [13]

35. ইমাম ইবন আবদ আল-বার তার বই কিতাব আল-তামহিদ এর মধ্যেও বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয়ভাবে ব্যতিক্রমের কথা ব্যাখ্যা করেছেন যা কোন মুলসমানকে জামাতের বা শুক্রবারের নামাজ না পড়ার অনুমতি দেয়: "ধর্মীয় ভাবে বৈধ ব্যতিক্রম (উঝর) অনেক ব্যাপ্তির অর্থ বহন করে। কথাগুলোর তাৎপর্য হচ্ছে, একটি ক্ষতিকারক বা হুমকির পরিস্থিতি যা কোন ব্যক্তিকে শুক্রবারের নামাজ পড়া থেকে বিরত রাখে বা এমন একটি পরিস্থিতি যা কোন ব্যক্তির উপর অশুভ কোন কিছু ঘটাতে পারে, অথবা কোন ঘটনা ঘটে যেতে পারে যা ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক নয় এবং কোন মুলসমানের জন্য তা করা সম্ভব হয় না। এই সকল ধর্মীয়ভাবে বৈধ ব্যতিক্রমগুলোর মধ্যে থাকছে (ভয় পাওয়া) অত্যাচারী শাসক যে অন্যায় ভাবে ক্ষমতা প্রযোগ করতে পারে, অবিরাম ভারী বৃষ্টিপাত, কোন অসুস্থতা যা তাকে তার বাধ্যবাধকতা পালন থেকে বিরত রাখে, এবং অন্যান্য।" [14]

[13] Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, hadith no. 901; See also, An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 699.
[14] Ibn 'Abd Al-Barr, Al-Tamhid, vol 16, p 243.

36. যদি মসজিদ পুনরায় খুলে দেওয়া হয় এবং শুক্রবারের নামাজ পরিচালনা করা হয়, যারা 'বাড়িতে-থাকার-বিজ্ঞপ্তি' বা 'অনুপস্থিতির ছুটি' পেয়েছেন, তাদের জন্য জামাতের বা শুক্রবারের নামাজে না যাওয়া অনুমোদিত। কারো যতক্ষণ নামাজ পড়ার নিয়ত থাকে কিন্তু বাধা বিপত্তির কারণে তা করতে পারছে না, আল্লাহতা'লা তার জন্য পূর্ণ পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন। নবী সা:আ: এক হাদিসে বলেছেন: "যে ভাল কাজ করতে চায় কিন্তু করে না, তার জন্য একটি পুরস্কার লিখিত আছে। যদি সে কাজটি করে, তার জন্য দশটি পুরস্কার লেখা হয়।" (ইমাম আহমেদ বর্ণীত হাদিস)।

আমি দ্বিধাগ্রস্থ যে মহামারীর সময় করমর্দন করতে পারব কি, পারব না। এ বিষয়ে অনুশাসন কী?

37. বিজ্ঞানী এবং স্বাস্থ্য পেশাদারদের মতে, ভাইরাসটি সংক্রমিত ব্যক্তির হাঁচি বা কাশির ফোঁটা থেকে ছড়াতে পারে। কণাগুলো কোন কিছুর সংস্পর্শে এলে এবং সেই জায়গাটি অন্য কোন ব্যক্তি স্পর্শ করলে, সেই ব্যক্তি যদি হাত না ধুয়ে, তার নাক বা চোখ স্পর্শ করে সে সংক্রমিত হতে পারে। হাত না মেলানো হচ্ছে একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যা এ ধরণের সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে।

ছোয়াঁছে রোগে আক্রান্ত কারো সাথে করমর্দন না করে রাসুলুল্লাহ সা: আ: এ ধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

38. নবী সা:আ: -এর কাছে একবার থাকিফ গোত্রের লোকজন এসেছিলেন তাঁর কাছে তাদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য, তাদের সাথে একজন ছোঁয়াচে রোগী ছিল। নবী সা:আর: তার কাছে বার্তাবাহক পাঠিয়ে বলেছিলেন:

إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ

অর্থ: "অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতি আপনাদের আনুগত্য গ্রহণ করেছি, তাই ফেরত চলে যান (ইমাম মুসলিম বর্ণিত হাদিস)।[15]

39. এই হাদিস দেখায় যে রাসুলুল্লাহ সা:আ: ছোঁয়াচে রোগে আক্রান্তদের সাথে দেখা না করে এবং করমর্দন না করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। হাত-মেলানো বাধ্যতামূলক নয় এবং কিছু দিনের জন্য তা এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে, যতদিন পর্যন্ত সংক্রমণ এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

[15] An-Naysaburī, Muslim bin al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, hadith no. 2231; See also, An-Nawawī, Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ Muslim, vol 14, p. 327.

আমি এলকোহলযুক্ত একটি হ্যান্ড স্যানিটাইজার কিনেছি। কোন মুসলমানের জন্য কি এ ধরণের স্যানিটাইজারের ব্যবহার অনুমোদিত?

40. প্রতিটি ব্যক্তিকে তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, এবং এর একটি পন্থা হচ্ছে তার হাতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা, হয় হাত ধুয়ে অথবা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে। অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার অনুমোদিত, যেমনটা ২০০৮ সনে মুইস ফতোয়া কমিটি সিদ্ধান্ত দিয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল চিকিৎসায় (হ্যান্ড স্যানিটাইজারসহ) ব্যবহৃত অ্যালকোহলের উপাদান ধর্মে নিষিদ্ধ অ্যালকোহলের আকারে থাকে না।

এই ভাইরাস আরো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া বিরত রাখার জন্য ধর্ম কি ওমরাহ/হজ থেকে বিরত থাকার অনুমতি দেয়?

41. প্রথমেই এবং সর্বাগ্রে, জোর দিয়ে বলতে হয় যে, সকল ব্যক্তিকে অবশ্যই সউদি আরবের সরকারের উপদেশ এবং দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে। হজে (ওমরাহ এবং হজ) আগমণকারীদের এবং একই সাথে স্থানীয় জনগণের নিরাপত্তার জন্য দায়ী পক্ষ হিসাবে, সকল ধরণের সিদ্ধান্তে জনসাধারণের মঙ্গলের বিষয় বিবেচনায় রাখা হবে।

ইসলাম বলে যে যখন কোন মাসলাহাহ্ (উপকার/মঙ্গল) এবং মাফসাদাহর (ক্ষতি) মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দেয়, ক্ষতিকে এড়িয়ে যাওয়াই অগ্রাধিকার পায়।

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

অর্থ: "কোন ক্ষতি কাংখিত নয় এবং উল্টো ক্ষতি করাও নয়।" (ইবনে মাজাহ'র বর্ণিত হাদিস)।[16]

42. জনগণের জীবনের মঙ্গলকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন ধরনের কোন ক্ষতি প্রতিরোধে আমাদের প্রচেষ্টায়, একটি অস্থায়ী সময়ের জন্য হজ/ওমরাহ নিষিদ্ধ রাখা অনুমোদিত, যাতে যে ক্ষতি ছড়িয়ে পড়তে পারে তা আটকানো যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং একই সাথে মানবজাতির স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সংরক্ষণ করা যায়।[17]

[16] Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, hadith no. 2341.
[17] Majlis Al-Imārāt li al-Iftā' al-Syar'ī, Fatwā fi Nāzilah (Fīrūs Kūfīd-19 (kūrūnā) wa Mā Yata'alaq bih min al-Aḥkām, fatwa decision no. 22 year 2020.

অংশ চার

তারাবীর নামাজ

আমাদের জন্য কি বাড়িতে জামাতে তারাবী নামাজ অনুমোদিত?

43. নামাজের বিষয়ে, নবী সা:আ: আমাদেরকে কিছু সুন্নত বা বাধ্যবাতমূলক নয় এমন নামাজ বাসায় পড়তে উৎসাহিত করেছেন। এ বিষয়টিতে নবী সা:আ: বেশ জোরালো ভাবে পরামর্শ দিয়েছেন:

أَتَعْجَبُونَ مِن ذَلِك! لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الجُمْعَةَ عَزْمَة، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُم فَتَمْشُوا فِي الطِّينَ وَالدَّحَضِ.

অর্থ: "অতএব, হে মানুষগণ! আপনাদের নামাজ বাড়িতে পড়ুন, কারণ ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে উত্তম নামাজ সেটি, যেটি বাড়িতে পড়া হয়, ব্যতিক্রম হচ্ছে বাধ্যতামূলক জামাতের নামাজ।" [18] (ইমাম বুখারির বর্ণিত হাদিস)।

44. উপরের হাদিস অনুযায়ী, তারাবীর নামাজ হচ্ছে সুন্নত নামাজের একটি যা বাড়িতে পড়া যায়। এমনকি তারাবীর নামাজের সূচনার প্রথম দিকে নবী সা:আ: একাই নামাজ পড়তেন। তাঁর সাহাবীরা পেছনে থেকে জামাতে তাকে অনুসরণ করতেন। তবে নবী সা:আ: বেশ কয়েক রাত নি:সঙ্গে বাড়িতেই নামাজ পড়তেন। এই ঘটনাগুলো নবীর বয়ানে ধরা পড়ে: "আল্লাহর বার্তাবাহক সা:আ: রাতে মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেন। কিছু লোক পেছন থেকে তার সাথে পড়া শুরু করেন। পরবর্তী রাতে তিনি মসজিদে আবার নামাজ পড়েন এবং আরো বৃহত্তর জামাত তাকে অনুসরণ করে। তৃতীয় এবং চতুর্থ রাতে, লোকজন জড়ো হয়ে নবীজির আগমনের অপেক্ষা করে, তবে তিনি বের হয়ে আসেন নাই।

[18] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadis no.: 731.

যখন সকালের নামাজের সময় হল, নবী সা:আ: জনতার উদ্দেশ্যে বললেন: তোমাদের কাজ আমার কাছে অজানা ছিল না। এবং কোন কারণই তোমাদের কাছে আসা আমার জন্য নিষিদ্ধ করে নাই, একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে, আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে রাতের নামাজ তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। বিষয়টি রমজান মাসে ঘটেছিল: (ইমাম বুখারির বর্ণিত হাদিস)[19]

45. এভাবেই, বাসায় আমাদের পরিবারের সাথে তারাবী পড়া নবী সা:আ: এর শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিশেষ করে আমাদের বর্তমান এই পরিস্থিতিতে।

তারাবী নামাজ কখন শুরু হয়?

46. আমাদের রাতের নামাজ (ইশা) শেষ হয়ে গেলেই সকালের নামাজের (ফজর) আগে পর্যন্ত আপনি তারাবী পড়তে পারবেন। এর কারণ হচ্ছে তারাবীর নামাজ হচ্ছে বাস্তবে রাতের একটি নামাজ (কিয়াম বা তাহাজ্জুদ)। 'তারাবী' কথার অর্থই হল বিশ্রাম গ্রহণ করা। তাই, নবীজির সাহাবীরা তারাবী নামাজ পড়ার সময় রাকাতের (নামাজের একক) মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিতেন। একই ভাবে, আপনার তারাবী নামাজ আপনি লম্বা সময় নিয়ে পড়তে পারেন।

[19] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadis no.: 1129.

তারাবীর নামাজ কি ৮ রাকাত (নামাজের একক) নাকি ২০ রাকাত?

47. তারাবী নামাজের সূচনার প্রথম দিকে, বলা হয় যে নবী সা: আ: ৮ রাকাত করে পড়তেন। সাইইদাতিনা আয়েশা রা:আ: বলেছেন: নবী সা:আ: রমজানের বা অন্য কোন মাসে এগার রাকাতের বেশি পড়েন নাই। তিনি চার রাকাত পড়তেন, এর শুদ্ধতা এবং দৈর্ঘ্য নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, এবং এর পর আবার চার রাকাত পড়তেন, এর শুদ্ধতা এবং দৈর্ঘ্য নিয়ে প্রশ্ন করবেন না, এবং এর পর আবার তিন রাকাত পড়তেন (বেতর)।" তিনি আরো বলেন, "আমি প্রশ্ন করেছিলাম, হে আল্লাহর বার্তাবাহক! আপনি কি বেতরের নামাজের আগে ঘুমান? তিনি উত্তর দেন, "ও আয়েশা! আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু হৃদয় ঘুমায় না।" (ইমাম বুখারির বর্ণিত হাদিস)।[20]

48. তারাবীর নামাজ নবী সা:আ: এর রীতি অনুযায়ী পড়া অব্যাহত থাকে, তবে সাইয়েদেনা ওমর আল-খাতাব রা:আ:-এর শাসনের পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত। সাইয়েদেনা ওমর রা:আ: মুসলাম জনগোষ্ঠীকে ইমামসহ জামাতে তারাবী পড়ার জন্য একত্রিত করেন এবং ২০ রাকাত পড়েন (ইমাম বুখারীর বর্ণিত হাদিস)।[21] উপসংহারে, এই উভয় রীতি, (মসজিদে বা বাড়িতে জামাতে পড়া; ৮ রাকাত বা ২০ রাকাত) এখনো আজ পর্যন্ত চলছে।

[20] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadith no.: 2013.
[21] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadith no.: 2010.

আমার পরিবারের সাথে জামাতে নামাজ পড়ার জন্য আমাকে কী কী পদক্ষেপ নিতে হবে?

49. মহামারীর এই পরিস্থিতিতে, প্রতি ব্যক্তিকে বাড়িতে তার পরিবারের সাথে তারাবী নামাজ পড়তে হবে। প্রতিটি পরিবারকে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারাবীর নামাজের রাকাতের প্রযোজ্য সংখ্যা ঠিক করে নিতে পারবে।

50. সংক্ষেপে, তারাবী নামাজ পড়ার পদ্ধতি নিম্নরুপ:

• নামাজ আলাদাভাবে একা বা জামাতে পড়া যাবে। প্রতিটি নামাজ হবে ২ রাকাতের। নামাজের নিয়ত হচ্ছে:

أُصَلِّي سُنَّةَ التَّرَاوِيحِ رَكْعَتَينِ إِمَامًا/مَأْمُومًا للهِ تَعَالَى

(Usolli sunnata-taraawiihi rak'ataini imaamam/ makmumam lillah ta'ala)

আমি একজন ইমাম/মা'মুম হিসাবে আল্লাহ তা'লার উদ্দেশ্যে তারাবীর নামাজের ২ রাকাত সুন্নত আদায় করার নিয়ত করালাম।.

• এই নামাজ ৮ রাকাতের তারাবীর জন্য ৪ বার, এবং ২০ রাকাত তারাবীর জন্য ১০ বার পড়তে হয়। (প্রতি ২ রাকাত পর পর সালাম)।

তারাবীর নামাজের জন্য সুপারিশকৃত তেলোয়াত কোনগুলো?

51. প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর, আপনি আপনার মুখস্থ যে কোন ছোট সূরা বা আয়াত পড়তে পারেন।

52. আপনি যদি পারেন, সুপারিশ হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট সূরা পাঠ করুন যেমন:

	২০ রাকাত	৮ রাকাত
১মরাত থেকে রমজানের ১৫তমরাত পর্যন্ত	• প্রতি প্রথম রাকাতে আল-তাকাথুর থেকে সুরাহ আল-লাহাব পর্যন্ত পাঠ করা। • প্রতি দ্বিতীয় রাকাতে সুরা আল-ইখলাস পাঠ করা	• উভয় রাকাতের জন্য সূরা আল-তাকাথুর থেকে সুরাহ আল-কাফিরুন পর্যন্ত একটি করে সূরা পড়া।*
রমজানের ১৬তম রাত থেকে শেষ রাত পর্যন্ত	• প্রতি প্রথম রাকাতে সূরা আল-কদর পড়া। • প্রতি দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-তাকাথুর থেকে সূরা আল-লাহাব পর্যন্ত একটি করে সূরা পড়া।	• উভয় রাকাতের জন্য সূরা আল-থাকাতুর থেকে সূরাহ আল-কাফিরুন পর্যন্ত একটি করে সূরা পড়া।

* অনুগ্রহ করে সুপারিশকৃত তেলোয়াতের সূরার তালিকার জন্য সংযোজনী B দেখুন।

তারাবিহ নামাযের পরে আমার কি বেতের নামায পড়া উচিত?

53. তারাবীহ সালাত আদায় করার পরে, আপনার বেতের সালাত আদায় করা উচিৎ। যাইহোক, এই বেতের সালাতটি রাতের শেষ দিকে সমস্ত নামাজ শেষ করার পরে, বা ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পরে, যা ক্বিয়ামুল্লাইল হিসাবে বহুল পরিচিত, তা পড়তে পারেন। নবী (সাঃ) দ্বারা বর্ণিতঃ "রাতে সালাতের শেষ সালাত হবে বেতের সালাত"[22] বেতের সালাতটি বিজোড় সংখ্যায় এবং বেশি হলে ৩ রাকাআত (এটি এক সালাম বা দুই সালামে পড়া যায়) পড়তে হবে। সুন্নাত বেতের সালাতের জন্য নিয়তটি হল:

أُصَلِّي سُنَّةَ الوِتْرِ رَكْعَتَينِ/ رَكْعَةً إِمَامًا/مَأْمُومًا للهِ تَعَالَى

(Usolli sunnatal witri rak'ataini/ rak'atan imaamam/ makmumam lillahi ta'ala)

আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইমাম/মাকুম হিসাবে দু' রাকাত সুন্নাত (এক রাকাত) বিতর নামায পড়ার নিয়ত করছি।

[22] Al-Bukhārī, Saḥīḥ al-Bukhārī, hadith no.: 998; See also, An-Naysabūrī, Muslim bin al-Ḥajjaj, Saḥīḥ Muslim, hadith no.: 751.

বেতের সালাতের তেলাওয়াত কী?

54. প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পরে সূরা আল-আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-কাফিরুন পড়ার নিয়ম। আপনি নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত সূরাও তেলাওয়াত করতে পারেন।

55. সর্বশেষ রাকাতে সূরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াতের পরে কোরআনের সর্বশেষ ৩ টি সূরা, সূরা ইখলাস, ফালাক, ও নাস সাধারণত তেলাওয়াত করা হয়।

56. ১৬ তম রাত থেকে রমজানের শেষ রাত অবধি বিতর নামাযের শেষ রাকাতে কুনুত পড়তে উৎসাহিত করা হয়।[23] প্রার্থনা ফজরের নামাজে যে কুনুত প্রার্থনা তেলাওয়াত করা হয় তার সমান।

আমি এবং আমার পরিবার প্রতি তারাবিহ ও বিতরের নামাজের পরে কী প্রার্থনা করতে পারি?

57. এটি লক্ষ্য করা উচিত যে নীচে লিখা দোআগুলি সুপারিশকৃত। আপনি যদি এগুলি তেলাওয়াত করতে সক্ষম না হন তবে এটি আপনার তারাবিহ নামাযের বৈধতার উপর প্রভাব ফেলবে না। প্রাদুর্ভাবের পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আমরা তারাবিহ নামাজের পরে প্রকোপ/দুর্ভাগ্য এড়ানোর জন্য দোআগুলি পড়তে উৎসাহিত করছি।

[23] Al-Sharbīnī, Mughnī al-Muḥtāj, vol 1, p. 361.

A) তারাবীহ নামাজের পরে জিকির ও দোয়া।

58. তারাবীহ ও বিতরের নামাজ শেষ করার পরে আমরা বেশ কয়েকটি যিকির থেকে উপকার পেতে পারি:

i. سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُّوسِ (3x)
Subhanal malikil qudduus (3x)

ii. سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ المَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ (3x)
Subbuuhun qudduusun rabbuna wa rabbul malaikati war-ruhi (3x)

iii. أَشْهَدُ أَن لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللّٰه، أَسْتَغْفِرُ اللّٰه، نَسْأَلُكَ الجَنَّةَ وَ نَعُوذُبِكَ مِنَ النَّارِ (3x)
Ash-hadu an laa-ilaaha illallah, astaghfirullah,
nas-alukal jannata wa na'udzubika minan-naar. (3x)

iv. اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا (3x) يَا كَرِيم
Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'annaa (3x) Ya Kareem.

v. اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ (3x)
Allahumma ajirnaa minan-naar (3x)

নিম্নলিখিত দোআর সাথে শেষ করতে পারেন:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، الحَمْد للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَهُ وَ يُكَافِيءُ مَزِيدَهُ، يَا رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَ عَظِيْمِ سُلْطَانِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا بِالْإِيْمَانِ كَامِلِيْنَ، وَلِلْفَرَائِضِ مُؤَدِّيْنَ، وَلِلصَّلاَةِ حَافِظِيْنَ، وَلِلزَّكَاةِ فَاعِلِيْنَ، وَلِمَا عِنْدَكَ طَالِبِيْنَ، وَلِعَفْوِكَ رَاجِيْنَ، وَبِالْهُدَى مُتَمَسِّكِيْنَ، وَعَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضِيْنَ، وَفِى الدُّنْيَا زَاهِدِيْنَ، وَفِى الْآخِرَةِ رَاغِبِيْنَ، وَبِالْقَضَاءِ رَاضِيْنَ، وَبِالنَّعْمَاءِ شَاكِرِيْنَ، وَعَلَى الْبَلاَيَا صَابِرِيْنَ، وَتَحْتَ لِوَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَائِرِيْنَ، وَإِلَى الحَوْضِ وَارِدِيْنَ، وَإِلَى الْجَنَّةِ دَاخِلِيْنَ، وَمِنَ النَّارِ نَاجِيْنَ، وَعَلى سَرِيْرِ الْكَرَامَةِ قَاعِدِيْنَ، وَبِحُوْرٍ عِيْنٍ مُتَزَوِّجِيْنَ، وَمِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَدِيْبَاجٍ مُتَلَبِّسِيْنَ، وَمِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ آكِلِيْنَ، وَمِن لَبَنٍ وَعَسَلٍ مُصَفًّى شَارِبِيْنَ، بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقٍ وَكَأْسٍ مِّنْ مَعِيْنٍ، مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيْقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا.

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا فِى هذَا الشَّهْرِ الشَّرِيْفَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ السُّعَدَاءِ الْمَقْبُوْلِيْنَ، وَلاَتَجْعَلْنَا مِنَ الْأَشْقِيَاءِ الْمَرْدُوْدِيْنَ. وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْنَ. بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন যাদের বিশ্বাস মানসম্মত, যারা সমস্ত নিয়ম কানুন পালন করে, তাদের নামাজের যত্ন নেয়, যাকাত পূর্ণরুপে আদায় করে, যারা তোমার কাছ থেকে সমস্ত মঙ্গল কামনা করে, যারা তোমার ক্ষমার প্রত্যাশা করে, যারা দৃঢ়ভাবে ধরে থাকে তোমার নির্দেশিকা, সমস্ত বিচ্যুতি থেকে সুরক্ষিত, যারা পার্থিব আনন্দকে পরিত্যাগ করে এবং আখিরাতকে সুখ মনে করে, যারা তোমার আদেশ গ্রহণ করে, যারা তোমার সমস্ত নেয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞ এবং যেকোনো পরীক্ষার সময় ধৈর্যশীল।

যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশের অধীনে রয়েছে, আমরা যেন তাদের মধ্যে থাকতে পারি।, যারা আখেরাতে ফুলসিরাত পেরোতে সক্ষম হবে, যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে, যারা সিংহাসনে বসে থাকবে, জান্নাতের বাসিন্দাদের সাথে রেশমের রঙিন পোশাকে সজ্জিত হয়ে মজার খাবার খাবে। বেহেশতের দুর্দান্ত খাবার, খাঁটি দুধ এবং মধু দিয়ে ভরা ঝর্ণা, যাদের সাথে আপনি আপনার অনুগ্রহ করেছেন, নবী, যারা সত্যবাদী, শহীদ, পরহেজগার।এরকমই হচ্ছে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তালার করুণা ও শক্তি।

হে আল্লাহ, এই বরকতময় ও মহৎ মাসে আমাদেরকে তাদের মধ্যবর্তী করুন, যাদেরকে সুসংবাদ দেওয়া হবে, যাঁর আমল গ্রহণযোগ্য, এবং আমাদেরকে দুর্ভাগ্যবানদের মধ্যে পরিণত করবেন না, যাদের কর্ম প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবীর উপর আপনার করুণা বর্ষণ করুন, তাঁর পরিবার, তাঁর সাহাবাগণের উপরও; আপনার করুণায়, হে পরম করুণাময়, সমস্ত প্রশংসা সমস্ত বিশ্বজগতের পালনকর্তারই"।

B) দুর্যোগ / বিপর্যয়কে দূরে রাখতে অনুরোধ করছি

اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا هَذَا الْوَبَاءَ، وَقِنَا شَرّ الدَّاءِ، بِلُطْفِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنْ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ.

اللَّهُمَّ اقْضِ حَوَائِجَنَا، وَاسْتَجِبْ دُعَاءَنَا، وَاشْفِ مَرضَانَا، وَارْحَمْ مَوْتَانَا، وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Allahummasrif 'anna hazal wabaa', wa qinaa syarral daa',
bi lutfika ya Arhamar rahimin.

Allahumma-dfa''annal balaa' wal wabaa' waz zalaazila wal mihan,
ma zohara min-ha wa ma batan,'an baladina khaasah,
wa saairil-buldaani 'ammah, ya rabbal 'alamin.

Allahumma-qdhi hawaa-ijana, wastajib du'a-ana,
washfi mardhona, war-ham mautaanaa, wa-aatinaa fid-dunya hasanah
wa fil-akhirati hasanah, wa qinaa 'azaban-naar.

অর্থ: “হে আল্লাহ, আমাদের এই প্রাদুর্ভাব দূরে সরিয়ে দিন, আমাদের পরম করুণায়, হে পরম করুণাময়, আমাদের যা ক্ষতি করতে পারে তা থেকে আমাদের রক্ষা করুন"।

হে আল্লাহ, আমাদের সমস্ত দুর্ভাগ্য, প্রাদুর্ভাব, ভূমিকম্প ও দুর্দশা থেকে রক্ষা করুন, যা তাদের কাছ থেকে প্রকাশিত হয় এবং যা গোপন করা হয়, বিশেষত আমাদের দেশে এবং সাধারণভাবে সমস্ত দেশে, হে বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

হে আল্লাহ, আমাদের চাহিদা পূরণ করুন, আমাদের দোয়া কবুল করুন, আমাদের অসুস্থতা নিরাময় করুন, আমাদের মৃতদের প্রতি দয়া করুন এবং আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে দান করুন যা উত্তম এবং আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করুন। ”

ফতোয়ার সিদ্ধান্তসমূহ এবং ধর্মীয় অবস্থানসমূহের সংযুক্তি (২০২০)

আসিয়ান	
সিঙ্গাপুর	**ইসলামিক ধর্মীয় কাউন্সিল অফ সিঙ্গাপুর (মুইস)** **১৮ ফেব্রুয়ারি:** • মসজিদ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে মসজিদের এলাকায় কোনও অসুস্থকে প্রবেশে নিষেধ করা। • যদি প্রকোপটি আরও কঠিন হয়ে ওঠে, তবে ধর্মীয়ভাবে জামাত এবং শুক্রবারের নামাজের স্থগিতকরণ প্রয়োজন।
মালেশিয়া	**পার্লিস ইসলামিক ধর্মীয় ও মালয় শুল্ক কাউন্সিল (মাইপস)** **১৩ মার্চ:** পার্লিস শহরে জুমার নামাজ হবে না এবং ব্যক্তিদের নিজনিজ বাড়িতে জোহরের নামাজ পড়া উচিত। মসজিদ কর্মকর্তাদের বৃহত্তর ধর্মীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এড়ানো উচিত। **জাকিম** **১৬ মার্চ:** • জামাত ও শুক্রবারের নামাজ সহ সমস্ত মসজিদ কার্যক্রম ১৭ মার্চ থেকে শুরু করে ২৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। • যদি কোন কোভিড-১৯ এ মৃত্যু ঘটে, তবে তায়াম্মুম করে শরীর পরিষ্কার করা যায়, অর্থাৎ দেহের ব্যাগে বা মৃত ব্যক্তির প্লাস্টিকের কভারে পরিষ্কার মাটি মুছতে পারে।

ব্রুনাই দারুসসালাম	**ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ব্রুনাই দারুসসালাম** **১৬ মার্চ:** মসজিদগুলি বন্ধ হয়ে যাবে এবং পাশাপাশি জামাতে নামাজ ২০২০ সালের ২৩ মার্চ পর্যন্ত স্থগিত করা হবে। নামাজের আযান স্বাভাবিক অনুযায়ী চলবে।
মধ্যপ্রাচ্য	
	মুসলিম আলেমদের আন্তর্জাতিক জোট **১৩ মার্চ:** কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব দ্বারা আক্রান্ত সমস্ত দেশকে পরিস্থিতি স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত জুমার নামাজ স্থগিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।
মিশর	**মিশরের ফতোয়া কাউন্সিল (দার আল-ইফতা)** **২৭ ফেব্রুয়ারি:** সৌদি আরবের কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাময়িকভাবে ওমরাহ ভিসা স্থগিত করা, ইসলামী আইনের উদ্দেশ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে দেখছে। **আল আজহার সিনিয়র স্কলারদের কাউন্সিল** **১৫মার্চ:** মসজিদে জামাত ও জুমার নামাজ স্থগিত করার ফতোয়া সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে। "হাইয়াআলা আল-সালাহ" এর পরিবর্তে নামাজের আযানে "সল্লু ফাই বুনুতিকুম" বলা হবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত	**সংযুক্ত আরব আমিরাত কাউন্সিল ফর রিলিজিয়াল এডিক্টস (মজলিস-আল-ইমারত লি আল-ইফতা 'আল-শারয়ী)** **২৯ফেব্রুয়ারি:** নিশ্চিত বা সন্দেহযুক্ত আক্রান্ত যে কোনও ব্যক্তির পক্ষে জনসমাগমের জায়গায় বা জুমার নামাজ পড়তে কোন সরকারী স্থানে বা মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ।
সৌদিআরব	**আন্তর্জাতিক ইসলামিক ফিকহ একাডেমী (মাজমা'-ফিকহ আল-ইসলামী আল-দুওয়ালী)** **২৯ফেব্রুয়ারি:** মক্কায় ওমরাহ এবং মদীনায় নবীর মসজিদে যাওয়ার অনুমতি স্থগিত করে দেয়। এটি ইসলামী সর্বোচ্চো আইনশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে "যদি কোন বাধ্যবাধকতা একটি উপায়ে সম্পাদন করা না যায় তবে সে উপায়টি ওয়াজিব হয়ে যায়।" **সিনিয়র স্কলারদের কাউন্সিল** **১২মার্চ:** সংক্রামিত ব্যক্তিদের জন্য জামাত ও জুমার নামাজের অনুমতি দেয় না। যাঁরা আশঙ্কা করছেন যে তারা সংক্রামিত হতে পারে, তাদের জন্য মসজিদে শুক্রবার এবং জামাতে নামাজে না যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

ইরাক	**ধর্মীয় অনুদান মন্ত্রনালয় (সুন্নি)** **১২মার্চ:** শুক্রবার এবং জামাতে নামাজ জনসাধারণের জন্য অস্থায়ীভাবে স্থগিত করা হবে। যাইহোক, নিকটবর্তী মসজিদে ইমামের কণ্ঠ অনুসরণ করে বাড়িতে জামাতের নামাজ আদায় করা যেতে পারে। মসজিদে জামাতে নামাজের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ থাকবে, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং কয়েকজন মসজিদ কর্মকর্তাদের মধ্যে। **শেখ আলী আল-সিস্তানি (শিয়া)** **১০মার্চ:** স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে ৬ মার্চ থেকে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত মসজিদ বন্ধ করা হয়েছে।
লেবানন	**ফতোয়া কাউন্সিল (দার আল-ফাতওয়া / সুন্নি)** **১৪মার্চ:** মসজিদ বন্ধ থাকবে এবং শুক্রবারের পাশাপাশি জামাতে নামাজ পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি পর্যন্ত স্থগিত করা হবে।নামাজের আযান স্বাভাবিক অনুযায়ী চলবে। **সুপ্রিম ইসলামিক শিয়া কাউন্সিল** **১৩ মার্চ:** সমস্ত মসজিদ বন্ধ থাকবে। শুক্রবার এবং জামাতে নামাজের জন্য অস্থায়ী স্থগিতাদেশ থাকবে।

প্যালেস্টাইন	**ফিলিস্তিনের ধর্মীয় অনুদান ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়** **১৩ মার্চ:** কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাব এড়াতে পশ্চিম তীরের মসজিদ এবং গীর্জার ধর্মীয় কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে।
কুয়েত	**ধর্মীয় অনুদান ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়** **১৩ মার্চ:** জামাত এবং শুক্রবারের নামাজ পরবর্তী নোটিশ পর্যন্ত সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে।
জার্ডান	**জর্ডান ফাতওয়া কাউন্সিল (দার আল-ইফতা')** **১৪মার্চ:** জামাত ও শুক্রবারের নামাজ সাময়িকভাবে দেশব্যাপী সমস্ত মসজিদে স্থগিত করা হবে। তবে ইসলামের প্রতীকগুলি (সিয়ার) বাঁচিয়ে রাখতে, জুমার নামাজ কেবল রাজা হুসেন বিন তালাল মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। জামাতগুলি রাজার স্বাস্থ্য কর্মীদের সমন্বয়ে ৪০ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।
সিরিয়া	**ধর্মীয় অনুদান মন্ত্রনালয়** **১৪মার্চ:** শুক্রবার এবং জামাতে নামাজ সাময়িকভাবে ১৩ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত করা হবে।

অন্য দেশগুলি	
অস্ট্রেলিয়া	**অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় ইমাম কাউন্সিল** **১৬ মার্চ:** জুমার নামাজ সাময়িকভাবে স্থগিত করা হবে।
	ইউরোপীয় ফতোয়া এবং গবেষণা কাউন্সিল **২ মার্চ:** কাউন্সিলটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসাবে ইমাম ও মসজিদ নেতাদের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে জামাতে নামাজ ও জুমার নামাজ না পড়ার পাশাপাশি অধ্যয়ন, স্কুল, বক্তৃতা এবং অন্যান্য বিষয় স্থগিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

সংযুক্তি বি: প্রস্তাবিত তেলোয়াতের তালিকা

তারাবী নামাজে আবৃত্তি করার প্রস্তাবনা		
	১-১৫ রাত	**১৬-৩০ রাত**
৮ রাকাআত	• ৮ রাকাআত • সূরা আত-তাকাসুর • সূরা আল-আসর • সূরা আল-হুমাযাহ • সূরা আল-ফিল • সূরা কুরাইস • সূরা আল-মা'উন • সূরা আল-কাওসার • সূরা আল-কাফিরুন • সূরা আল-নাসর • সূরা আল-লাহাব • প্রতি প্রথম রাকাআত	• ৮ রাকাআত • সূরা আত-তাকাসুর • সূরা আল-আসর • সূরা আল-হুমাযাহ • সূরা আল-ফিল • সূরা কুরাইস • সূরা আল-মা'উন • সূরা আল-কাওসার • সূরা আল-কাফিরুন • সূরা আল-নাসর • সূরা আল-লাহাব • প্রতি প্রথম রাকাআত
২০ রাকাআত	**প্রতি প্রথম রাকাআত** • ৮ রাকাআত • সূরা আত-তাকাসুর • সূরা আল-আসর • সূরা আল-হুমাযাহ • সূরা আল-ফিল • সূরা কুরাইস • সূরা আল-মা'উন • সূরা আল-কাওসার • সূরা আল-কাফিরুন • সূরা আল-নাসর • সূরা আল-লাহাব • প্রতি প্রথম রাকাআত **প্রতি দ্বিতীয় রাকাআত** • সূরা আল-ইখলাস	**প্রতি প্রথম রাকাআত** • সূরা আল কদর **প্রতি দ্বিতীয় রাকাআত** • ৮ রাকাআত • সূরা আত-তাকাসুর • সূরা আল-আসর • সূরা আল-হুমাযাহ • সূরা আল-ফিল • সূরা কুরাইস • সূরা আল-মা'উন • সূরা আল-কাওসার • সূরা আল-কাফিরুন • সূরা আল-নাসর • সূরা আল-লাহাব • প্রতি প্রথম রাকাআত

Office of The Mufti